যুগান্তর

তারিখ ... 5 JUN 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বেসরকারি মেডিকেল কলেজ

স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের স্মারকলিপি

যুগান্তর রিপোর্ট

নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে বহির্ভূতভাবে অর্থ আদায় করছে ঢাকা ও এর আশপাশের কয়েকটি বেসরকারি মেডিকেল এবং ডেন্টাল কলেজ। দীর্ঘদিন ধরে এভাবে অর্থ আদায় করলেও এবার প্রতিবাদে নেমেছেন ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীরা। রোববার ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলে (বিএমডিসি) স্মারকলিপি প্রদান করেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে এ বিষয়ে তাকে জানান। তিনি বিষয়টি দেখার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন।

শিক্ষার্থীরা জানান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী এমবিবিএস ফাইনাল পেশাগত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হলে সে ৬ মাস পরে ওই বিষয় (বা বিষয়গুলোতে) সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষা দিতে পারে। এক্ষেত্রে তার ক্লাস, আইটেম বা ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক করার প্রয়োজন নেই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত বেশিরভাগ বেসরকারি মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে ছয় মাসের বেতন আদায় করছে।

পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষার্থী যুগান্তরকে বলেন, রেসরকারি মডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ফাইনাল ইয়ারে বেতনের হার প্রতি মাসে ৮ থেকে ১০ হাজার টাকা। একজন শিক্ষার্থীকে ক্লাস, পরীক্ষা, ক্লিনিক্যাল ওয়ার্ক না করেও নিয়মবহির্ভূতভাবে ছয় মাসে অতিরিক্ত ৬০ হাজার টাকা দিতে হচ্ছে। এখন ১১০ জনের একটি ব্যাচে কমপক্ষে ৪০ জন অকৃতকার্য হলে এই অংক দাঁড়ায় ২৪ লাখ টাকা। অর্থাৎ কলেজ কর্তৃপক্ষ এভাবেই প্রতি ছয় মাসে প্রতিটি ব্যাচ থেকে হাতিয়ে নিচ্ছে ২৪ লাখ টাকা। শিক্ষার্থীরা জানান, এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে কুমুদিনী উইমেন্স মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীপ্রতি আদায় করছে ৪৭ হাজার টাকা। একইভাবে জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ ৪৫, এনাম মেডিকেল কলেজ ৪৮, শিকদার মেডিকেল কলেজ ৩৬, বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ ৪২, শাহাবুদ্দিন মেডিকেল কলেজ ৬০, ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ৪২ হাজার, মুন্নু মেডিকেল কলেজ ৪৮ হাজার, ইস্ট ওয়েস্ট মেডিকেল কলেজ ৬২ হাজার টাকা অতিরিক্ত আদায় করছে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশ প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ অ্যাসোসিয়েশনের অর্থ সম্পাদক ইকরাম হোসেন বিজু যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীরা যে ধরনের বক্তব্য প্রদান করেছে এবং যে দাবি জানিয়েছে তা অন্যায্য ও অযৌক্তিক। তিনি বলেন, যেসব শিক্ষার্থী অকৃতকার্য হয়েছেন তারা ঠিকমতো, ক্লাস করেন না, নিয়মিত টার্ম পরীক্ষা দেন না। তাদের কারণে কলেজের সুনাম নুষ্ট হয়। এদের দায়ভার কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। বিএমডিসির রেজিস্ট্রার জাহেদুল হক বসুনিয়া যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে এভাবে সেশন চার্জ আদায় করা ঠিক নয়। সাপ্লিমেন্টারি পরীক্ষার ক্ষেত্রে শুধু ফিস নিয়েই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা দিতে দেয়া উচিত।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.....................................
চীফ. পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ. ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর